ব্রজাঙ্গনা কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

(১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে)
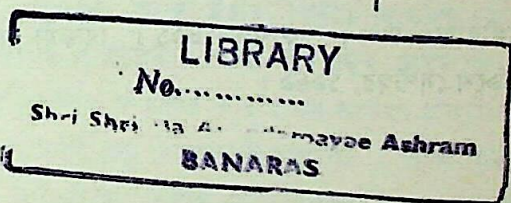
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রকাশক—
শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সঙ্ঘ
শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি, কাটরা কেশবদেও
মথুরা।

প্রকাশন দিবস—
শ্রীরাধাষ্টমী—২রা আশ্বিন, ১৩৭৬ সাল।
গৌরাব্দ—৪৮৩। শকাব্দ—১৮৯১। বিক্রমী সামত—২০২৬।
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

ন্যায্য হার— '৬৫ পয়সা

প্রিণ্টার—শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী
শ্রীশ্যামসুন্দর প্রেস
৫৮, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ব্রজাঙ্গনা কাব্য সম্বন্ধে প্রকাশকের নিবেদন

মাইকেল মধুসূদনের রচিত ব্রজাঙ্গনা কাব্য সর্বপ্রথম ১২৬৮ সন, ১৮৬১ অব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা ব্রজরসের অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরহ-বেদনার চিত্রণে অত্যন্ত সরস লঘু কাব্যগ্রন্থ। ১৮৬৪ অব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। কলিকাতার শ্রীগুরু লাইব্রেরী ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে ঐ সংস্করণ প্রকাশ করেন। অতঃপর আর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। এখন এই লঘু কাব্যখানি দুষ্প্রাপ্য। এমন সুন্দর বস্তুটি যাহাতে লুপ্ত না হয় তজ্জন্য এবং ব্রজরস-রসিক ভক্তগণ এই দুর্লভ বস্তু হইতে যেন বঞ্চিত না হন সেজন্য বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ করা হইল।

পূর্ব সংস্করণে গ্রন্থের রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিচয় দেওয়া নাই। বৃন্দাবনের ডাঃ শ্রীবাংকেবিহারী কৃপা করিয়া পাঠকদিগের অবগতির জন্য কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি
কাটরা কেশবদেও
মথুরা

ভক্তপদরজ—
মন্ত্রী
শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সঙ্ঘ

মধুসূদন দত্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মধুস্থদনের পিতার নাম ছিল শ্রীরাজনারায়ণ এবং মাতার নাম ছিল শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী। ইঁহার জন্ম হয় যশোহর নগর হইতে ২৮ মাইল দূরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি। *

ইঁহার পিতা প্রচলিত ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। সাত বৎসর বয়সে মধুস্থদন কলিকাতার নিকটে খিদিরপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি যে স্কুলে পড়িতেন তাহার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন হেনরী ডিরোজিও (Henry Derozio) নামে এক এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টান যুবক। এই ডিরোজিও সাহেব নিজের ইংরাজী কবিতাগুলিতে মূর্তিপূজা ও পূজারীদের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করিতেন, এবং তাহাতে কলিকাতার হিন্দু যুবকগণ অত্যন্ত প্রভাবিত হইতেন।

তেরো বৎসর বয়সে মধুস্থদন কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। পড়াশুনায় তিনি এমন তীক্ষ্ণধী ছিলেন যে তিনি ছাত্রবৃত্তি ছাড়া কয়েকটি স্বর্ণপদকও পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার খুব খ্যাতি হয়।

বিদেশযাত্রার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকায় তিনি পাদরীদের চক্রে আসিয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার খৃষ্টান নাম রাখা হয় মাইকেল (Michael)। সেই সময় হইতে তিনি নিজেকে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত বলিতেন।

কুশাগ্র বুদ্ধি থাকায় স্বল্পকাল মধ্যে তিনি ল্যাটিন, সংস্কৃত, তামিল,

---

* ৭০নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৬ স্থিত বরিশাল ষ্টোর্স প্রকাশিত মাইকেল মধুস্থদন দত্তের এক চিত্রে ইঁহার জন্মদিন ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি লিখিত আছে। কিন্তু "মধুস্থদন রচনাবলী" গ্রন্থে (প্রকাশক : সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৬, অষ্টম সংস্করণ ১৯৬৫) 'জীবন-কথা' প্রসঙ্গে ১১শ পৃষ্ঠায় মধুস্থদনের জন্মদিন ১৮২৪ অব্দের ২৫শে জানুয়ারি লিখিত আছে, এবং 'মধুস্থদন দত্ত' নামক গ্রন্থে (ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা-৬ দ্বারা প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৬) 'জন্ম ও বংশ পরিচয়' প্রসঙ্গে ৫ম পৃষ্ঠায় জন্মদিন ১২ মাঘ ১২৩০ রবিবার (২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪) লিখিত হইয়াছে। এইজন্য ১৮২৪ অব্দের ২৫শে জানুয়ারি অধিকতর প্রামাণ্য মনে হয়।

তেলেগু ও হিব্রু ভাষা শিখিয়া লইলেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনও করিতেন।

পিতামাতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদির সমাধানের জন্য বন্ধু-বান্ধবদিগের আগ্রহে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি নাটকের জন্য এবং বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিলেন।

পিতৃসম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি বিলাত যাইতে মনঃস্থ করিলেন। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের খরচের ব্যবস্থা করিয়া তিনি উহাদিগকে এখানে রাখিয়া ব্যারিস্টারি পাশ করিবার জন্য বিলাত চলিয়া গেলেন। পরে ঐ খরচের টাকা শেষ হইয়া গেলে বিলাত যাইবার খরচের কোন রকমে ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারাও বিলাতে মধুসূদনের নিকট চলিয়া গেলেন।

ভারত হইতে টাকা আসা বন্ধ হওয়াতে তাঁহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। বন্ধুরাও পত্রের উত্তর দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বিলাত হইতে ফ্রান্সে আসিয়া জিনিসপত্র ও পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। ফ্রান্সে আসিবার কারণ এই যে এখানে কম খরচে চলে। অবস্থা এমন হইল যে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিলেন, "আমার জেল হইবে, পত্নী ও সন্তানগণ অনাথাশ্রমে আছে," লিখিয়া তাঁহার সাহায্য চাহিলেন। দারিদ্র্যের কষ্টে পত্নীকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "একটু ধৈর্য্য ধর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত একজন ভাল লোককে লিখিয়াছি, তিনি নিশ্চয় আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" বিদ্যাসাগর প্রেরিত ১৫০০৲ টাকা পৌঁছিয়া গেল। তারপর স্বজনদিগের নিকট হইতে ঋণ লইয়া বিদ্যাসাগর কয়েক কিস্তিতে ৮০০০৲ টাকা এবং মধুসূদনের পৈত্রিক সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আরও ১২০০০৲ টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

ফ্রান্সে থাকিবার সময়ে তিনি ইটালীয়ান, গ্রীক ও জার্মান ভাষা শিখিয়া লন। পাশ্চাত্য জীবনের চাকচিক্য তাঁহাকে এত আকর্ষণ করিয়াছিল যে তিনি সেইখানেই থাকিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহাকে তাহা করিতে দিল না।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ফ্রান্সে রাখিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস আরম্ভ করিলেন। কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে থাকিলে তিনি প্রচুর ব্যয়ে স্পেন্‌সার হোটেলে একটি ঘর লইয়া থাকিতে লাগিলেন, স্ত্রী প্রভৃতির জন্য ফ্রান্সেও কিছু কিছু টাকা পাঠাইতে থাকিলেন।

ইউরোপের আদব-কায়দা বজায় রাখায় খরচ কমান গেল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে গৃহীত ঋণ তো শোধ হইলই না, মধুসূদন তাঁহার নিকটে আরও সাহায্য চাহিয়া বসিলেন। বিদ্যাসাগর বলিলেন, "যাঁহাদের নিকট হইতে ঋণ লইয়া মধুসূদনকে প্রথমে সাহায্য করা হইয়াছে, সে ঋণ শোধ হয় নাই, উঁহাদিগের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেছি না, আবার কি করিয়া ঋণ করি আর সাহায্য করি!" তখন মধুসূদন নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ২০ হাজার টাকা দিয়া সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিলেন। ফ্রান্সে খরচ না পাওয়ায় পত্নী ও সন্তানগণ ভারতে ফিরিয়া আসিলেন।

এত বড় সাহিত্যিক হইলেও ওকালতীতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইল না। তখন তাঁহাকে হাইকোর্টে **Examiner of Privy Council Record** পদে চাকুরি করিতে হইল। এখানে বেতন বেশ ভাল হইলেও মনে তাঁহার শান্তি আসিল না। দুই বৎসর পরে আবার তিনি ব্যারিস্টারি করার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করিলেন না।

পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার রক্ত হইতে গেল না। কিন্তু কিছু পূর্ব স্মৃতি তাঁহার মস্তিষ্কে আলোড়ন তুলিতে লাগিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সুমধুর পদাবলীর দিকে তিনি আকৃষ্ট হইলেন। একদিন বন্ধুবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি ব্রজদুলাল শ্রীকৃষ্ণের মত বংশীধ্বনি করিতে পারেন? একথায় তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী রণিত হইয়া উঠিল, আর তাহার ফলেই লিখিত হইল 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে।

মধুস্থদনের রচনাসমূহের নাম এবং রচনাকাল বা প্রকাশকালের স্থচী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

গ্রন্থ	রচনাকাল
ENGLISH WORK	
Captive Ladie	1849
The Anglo-Saxon & Hindu	1854
Ratnavali	1858
Sarmishtha	1859
Nil Darpan	1861
বাংলা গ্রন্থ	
শর্মিষ্ঠা নাটক	1859
একেই কি বলে সভ্যতা ?	1860
বুড় সালিকের ঘাড়ে রেঁা ...	1860
পদ্মাবতী নাটক	1860
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	1860
মেঘনাদবধ কাব্য (১ ও ২) ...	1861
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	1861
কৃষ্ণকুমারী নাটক	1861
বীরাঙ্গনা কাব্য	1862
চতুর্দশপদী কবিতাবলী	1863
হেক্টর-বধ	1871
মায়া-কানন	1874

মধুস্থদনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অর্থাভাব তো ছিলই। ইঁহার চিকিৎসা আলিপুর হাসপাতালে হইতে থাকে। ইঁহার দেহাবসানের ৬ দিন পূর্বে ইঁহার খৃষ্টান পত্নী গুরুতর রোগে ২৩-৬-১৮৭৩ তারিখে পরলোক গমন করেন। যখন তিনি তাঁহার এক পূর্বতন কর্মচারী জগদীশের নিকট হইতে পত্নীর মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দুজনকে এক সঙ্গেই সমাধিস্থ করিলে না কেন ? আমার তো বেশি দেরী নাই !" মৃত্যুর দুই-চার দিন আগে তিনি তাঁহার এক বন্ধু মনোমোহনকে বলিয়াছিলেন—

'You see, Monu, my days are numbered, my hours are numbered, even my minutes are numbered.' (বুঝলে মনু, দিন আমার ফুরিয়ে এসেছে; শুধু দিন নয়, আমার ঘণ্টা, আমার মিনিট ও)

'If you have one bread, you will divide it between yourself and my children. If you say you will, I will depart with consolation.' (যদি তোমার একখানা রুটি থাকে তো সেখানা তুমি আমার বাচ্ছাদের সঙ্গে ভাগ করে খাবে। যদি এই কথা দাও, তাহ'লে আমি আশ্বস্ত হয়ে চলে যেতে পারি।)

মনোমোহন ভার লইলে তিনি দুই পুত্র, কন্যা ও জামাতার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইঁহার রচিত 'মায়া-কানন' নাটক ইঁহার মৃত্যুর পরে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ম্যাকবেথের নিম্নলিখিত উক্তিটি আবৃত্তি করিতেন—

Tomorrow and tomorrow and tomorrow
Creep in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time
And all our yesterdays have lighted pools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot full of sound and fury
Signifying nothing.........

(Shakespeare, Macbeth, Act V, Sc.V)

মৃত্যুকালে লর্ড বিশপের অনুমতি লওয়ার কথা বলিলে মধুসূদন নিষেধ করেন, বলেন—

'I am going to rest in my Lord. He will hide me in His best resting place.'

(আমি আমার প্রভুর মধ্যে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম-স্থলে আমাকে লুকাইয়া রাখিবেন।

ডঃ বাংকে বিহারী (বৃন্দাবন)

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

[বিরহ]

১

বংশীধ্বনি

১

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি স্বজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কুল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ।

২

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে!

কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?
যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি ;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে !

৩

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে—
আমি শ্যাম-দাসী ।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে ;—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে ;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল-ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী !
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ?
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি ?

৫

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি ;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি ? ধিক্ এ যুকতি !

৬

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন !
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন !
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন ।

২

জলধর

১

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে !
সুগন্ধ-বহু-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে !
ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে !

২

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন !
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন !
চপলা চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন !

৩

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকারব করি,
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে, রাধা রাধা প্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুলসুন্দরী !
উড়িতেছে চাতকিনী শূন্যপথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনি—জলদ-কিঙ্করী !

৪

হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর ?
রত্নচূড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর !

৫

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি ;
দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি ;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী ;

৬

নাচিবে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজয়ে কিঙ্কিণী !
বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর এ তব অধীনী !

৭

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?

মধু কহে হে কামিনী, আশা মহামায়াবিনী!
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি?

৩

যমুনাতটে

১

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী?

২

তপনতনয়া তুমি; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে;
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী?

৩

এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে!
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে;

তব কূলে কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে !

৪

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা, জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দনচর্চ্চিত দেহ ভস্মের লেপন !
আর কি এ সবে সাদ আছে গো রাধার ?

৫

তবে যে সিন্দুর বিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে !
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে !

৬

বসো আসি, শশিমুখি ! আমার আঁচলে,
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী !
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি !
এসো গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে !

৭

কি আশ্চর্য্য ! এত করে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি ?

এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি ?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি ?

৮

হায় রে, তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি !
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি !

৯

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।

১০

হায় রে, এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন ?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন ;
নলিনী যেমন জ্বলে—এত জ্বালা কার ?

১১

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি,
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার।
মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি?

৪

ময়ূরী

১

তরুশাখা উপরে, শিখিনি.
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী!
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি?

২

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে;

নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে !

৩

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধনু— রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর ;
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর !

৪

কিন্তু ভেবে দেখ্ লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে !
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি,
করে, রে শিখিনি !
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী ।

৫

তরুশাখা, উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?

আহা ! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে ?
মধু কহে, যা কহিলে সত্য, বিনোদিনি !

৫

পৃথিবী

১

হে বসুধে, জগৎজননি !
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে !
যবে দশানন অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকী-রমণি !

২

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী !
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে ?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতুকামিনি !

৩

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে ?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে !
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !

৪

আপনি তো জান গো ধরণি
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি !
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি !
অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত শত !
তাহার বিরহ দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি !

৫

লোকে বলে, রাধা কলঙ্কিনী !
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি ?
অনন্ত, জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী !
শ্যাম মম প্রাণস্বামী— শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী ?

৬

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে !
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরজ ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান !

৬

প্রতিধ্বনি

১

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে !

২

কুমুদিনী কায় মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন !

চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন ;
এ সকল দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ?
স্বজনী উভয় তার —চকোরী, যামিনী !

৩

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি !
পর্ব্বত গহন বনে বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

৪

জানি আমি, হে স্বজনি, ভালবাস তুমি,
মোর শ্যামধনে !
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে !
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি !

৫

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে !

কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ-রজনী!

৬

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন!
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে।

৭

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে; হাস, হাসে; মাধবরমণি!

৭

উষা

১

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে স্থর-স্থন্দরি!
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু স্থখে গায় পাখী,—
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি!

২

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি!
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি!

৩

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,

ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া !
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে,
হেরিব কদম্বমূলে রাধা বিনোদিয়া !

৪

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুমকামিনী ;
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে,
রাধা বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি ?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি ?
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী !

৫

ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল কিরণ ;
ফণিনী নিজ কুন্তলে, পরে মণি কুতূহলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন !
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন !

৮

কুসুম

১

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী,
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ?

২

আর কি পরিবে, কভু ফুলহার,
ব্রজকামিনী ?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার ; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ?

৩

হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া ?

প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর—
গেছে উড়িয়া !

৪

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জবনে ?
ব্রজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি,
ব্রজগগনে ?
ব্রজ কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজভবনে !

৫

হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রুর, যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে ?
ক্রুর দূত হেন, বধিলে না কেন
বলে কি ছলে ?

৬

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজরতন !
ব্রজবনমধু নিল ব্রজ অরি,
দলি ব্রজবন ?
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদন !

৯

মলয় মারুত

১

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয় পবন !
বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিদ্যাধরী যথা,
সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দন কানন ;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন !

২

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে
সুপ্রফুল্লনলিনীরে—প্রেমানন্দ মন !
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন !

৩

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ;
তব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার ?
নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী !

যাও যথা পিকবধূ— বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী !

৪

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে !
রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে !

৫

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন !
তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
বজ্রাঘাতে যেও তারে করিয়া দলন !

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না দেব কুসুম যুবতী !
কি নিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন,
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি !

৭

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা,
ভুলো না, পবন !
কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন !
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন !

৮

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে, হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে ;
আর কথা আমি নারী, শরমে কহিতে নারি,—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে !

১০

বংশীধ্বনি

১

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে ?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে ?—

এ আগুনে কেনে আহুতি দান ?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?

২

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে ?

৩

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র, রুষিয়া
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

৪

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসি—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে !

৫

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?
বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা !

১১

গোধূলি

১

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি !
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !

২

আইল লো তিমির যামিনী ;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী !

কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

৩

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে ;
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন।

৪

হে শিশির, নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার ;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইব আজি ব্রজে—যত ফুলদল !

৫

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মুরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ?

৬

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জলে তথা কি করে চন্দন ?

যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে।

৭

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর, বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী!
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন!

১২

গোবর্দ্ধন গিরি

১

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী!
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—

কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ-
স্থশোভিনী ?

২

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি ;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী !
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,
কোথা মম শ্যাম গুণমণি ? মণিহারা
আমি গো ফণিনী !

৩

রাজা তুমি ; বনরাজী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত ;
স্থমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রঞ্জিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে ;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত ;—
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে ?

৪

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী ;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়িনী ;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী !
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর,
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী !
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-
প্রেম-ভিখারিণী !

৫

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর,
বারণে যেমনি বারণারি,—
ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর ?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ ! কোথা
বংশীধারী ?

৬

হে ধীর ! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ?

ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে,
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে!
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে!

১৩

সারিকা

১

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতিবিম্ব—তেমতি তরল!
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি!

২

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে;—

আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন !

৩

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী ?
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে !

৪

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় !
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

৫

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে !
কেনে তবে মিছে তারে, রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?

দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী ;
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি।

৬

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুল মান ধনে ?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন-আভরণে ?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন !

১৪

কৃষ্ণচূড়া

১

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে !
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী ?

২

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে!
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়ন-জলে; সেই জল এই দলে,
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্ লো কামিনি!

৩

পাইয়া এ কুসুম রতন—শোন্ লো যুবতি,
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি!
দেখিনু রূপের রাশি মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে,
পীত ধড়া স্বর্ণরেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে!

৪

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ, লো ললনে?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায়?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি?

১৫

নিকুঞ্জবনে

১

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন !
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ
নন্দের নন্দন !

২

তুমি জান কত ভালবাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী ;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জকুলরাজন,
এ দাসীরে কত ভালবাসিতেন তিনি !
তোমার কুসুমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,
তুমি জান কোন ধনী, শুনি সে মধুর ধ্বনি,

—৩

অমনি আসি সেবিত ও রাঙা-চরণ,
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে
প্রমদা শিখিনী।

৩

সে কালে—জ্বলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন,—
ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন!

৪

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে, শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে, রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন।

৫

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকারমণ ?
কাম-বঁধু যথা মধু, তুমি হে শ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন ?
তব পদে বিলাপিনী, কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর !
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর !
মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুসূদন !

১৬

সখী

১

কি কহিলি কহি, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন !
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

২

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন ?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ?

৩

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন।
যে জন অন্তরযামী, সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন ?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন ?

৪

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-
কুমুদ-বাসন !
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন !
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ?

৫

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন !
বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন !
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন ?

৬

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন !
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন !
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ?

৭

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?

১৭

বসন্তে

১

ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি
কহ তা, স্বজনি ?
আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়নজল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমালতলে বেণুর সুরব ;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব !

২

যে কালে ফুটে লো ফুল ; কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ-মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন ?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন !

৩

স্বন্, স্বন্, স্বনে, শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন কাননে,

হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,
বিহঙ্গমগণে।
কুবলয় পরিমল, নহে এ; স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন!
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন!

৪

উচ্চ বীচি রবে, শুন ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি;
কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে,
যথা গুণমণি।
সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরলজলে; চল ত্বরা করি—
ভুলি গে বিরহজ্বালা হেরি প্রাণহরি!

৫

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা; গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে;
মরমরে পাতাদল; মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে;—
কুসুম-যুবতী হাসে মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে?

৬

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে !

৭

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল, ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;—
সুখে মধু শূন্য-কুঞ্জে কি কাজ, রমণি ?

১৮

বসন্তে

১

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে!
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে!

২

সখি রে,—

উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে!
এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি
এবে লো রব কি করি?
প্রাণ কাঁদিছে!
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে!

৩

সখি রে,—

পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী!
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল,
মঙ্গল ধ্বনি!
চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি!

৪

সখি রে,—

পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে !

দুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে ;

শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে,

ভাবিয়া মনে !

কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

৫

সখি রে,—

এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে !

ভালে যে সিন্দুরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু ;—

দেখিব লো দশ ইন্দু

সুনখগণে !

চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওগো ললনে !

৬

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,

উছলে সুরবে জল,

চল লো বনে !

চল লো, জুড়াব আঁখি, দেখি—মধুসূদনে !

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

দ্বিতীয় সর্গ

[অসম্পূর্ণ]

"মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার জন্য "বিহার" নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।............"

—মধু-স্মৃতি (১৩২৭)

[বিহার]

১

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে॥

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেন মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে ॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি !
সুধামাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে !